একুশ আমার অহংকার

এই ডকুমেন্টারীটি তৈরী করেছিলাম ২০০৬ -এ। এই ডকুমেন্টারীটি বানানোর প্রক্রিয়া নিয়ে তখন একটা লেখাও লিখেছিলাম। এখন ভিডিও ক্যামেরা যেমন মানুষের পকেটে থাকে- আর You Tube এ ছবি আপলোড করা যেমন চানাচুর খাবারের মত সহজ- ঐ ২০০৬ -এ কোন ভিডিও ওয়েবে আপলোড করা এত সহজ ছিল না। তাই আমার যত জ্বালাতন আর আবদার সহ্য করেছিলেন বাংলা-সিডনী আর প্রিয় ক্যানব্রা ডট কম। এই ডকুমেন্টারীটি আপলোড করলেন মানিক ভাই আর লিংক দিলেন আনিস ভাই। সেই সময় দর্শকদের আবেগে আমার ভেসে যাবার মত অবস্থা।

এত বছর পর এটা আবার আপলোড করার কারন কি? এক-এটা তখন অনেকেই দেখেননি। কারন You Tube তখন এত জনপ্রিয় ছিল না। এখনতো You Tube টেলিভিশনের বিকল্প হয়ে গ্যাছে। আমরা অনেকেই টেলিভিশন বাদ দিয়ে You Tube দেখি। অতএব অনুমান করা যায়- এবার You Tube এ ছবিটি অনেক বেশী মানুষ দেখবে। দুই- এই তথ্য চিত্রটি আমাদের মনে শুধু একুশ নয় -আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা নিয়ে চিন্তা করার জন্য মস্তিষ্কে কিছু কম্পন তৈরী করবে।

এই ডকুমেন্টারীটি ইংরেজীতে সাবটাইটেল করার ভীষন ইচ্ছা ছিল। দু'একজনকে বলেছি- তারা হয়ত বিষয়টি ঠিক বুঝতে পারেননি। এবার আমন্ত্রনটি উন্মুক্ত করলাম। এই তথ্যচিত্রটি একটি ইতিহাস দলিল। এর সাথে যদি কেউ নিজেকে জড়াতে চান - জড়াতে পারেন।

জন মার্টিন
probashimartins@gmail.com